প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

"মুজিববর্ষের সেবা নিন
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সহজ ঋণ"

পরিপত্রনং-০৯ /২০২১ তারিখঃ ০৩.০৩.২০২১

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ

বিষয়ঃ "বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ" নীতিমালা সংশোধন প্রসঙ্গে।

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের গত ২৮.০২.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৮ তম সভায় মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে অভিবাসী সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদেরকে "বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ" প্রদানের অনুমোদন থাকায় এবং ঋণ গ্রহীতাদের চাহিদা বিবেচনায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদের অডিট কমিটির সুপারিশসহ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত প্রদান করে।

ক. অভিবাসী সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদের মাঝে পুনর্বাসন ঋণ বিতরণ কার্যক্রম আরো সহজীকরণের লক্ষ্যে "বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ" নীতিমালা এর প্রস্তাবিত অনুচ্ছেদসমুহ পরিশিষ্ট-"ক" অনুযায়ী সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অনুচ্ছেদ নম্বর	বিদ্যমান	পরিশিষ্ট-"ক"
		অনুমোদিত
(০৩) ঋণ সীমাঃ	বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ অর্থাৎ প্রকল্প ঋণ ও চলতি পুঁজি/নগদ ঋণ এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঋণ সীমা ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা।	প্রকল্প ঋণ ও চলতি পুঁজি/নগদ ঋণ এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঋণ সীমা ৫০.০০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা।
(০৪) ঋণের প্রকৃতিঃ	ক) জামানতবিহীন ঋণঃ জামানতবিহীন ঋণ সর্বোচ্চ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ন্যূনতম দুইজন গ্যারান্টরের গ্যারান্টি নিতে হবে। ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষরিত ০৩ (তিন) টি চেকের পাতা নিতে হবে। খ) জামানতসহ ঋণঃ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকার উর্দ্ধে হতে ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে সহজামানত গ্রহণ করতে হবে এবং ঋণ গ্রহিতা/গ্যারান্টারের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা যাচাইয়ের প্রমাণপত্র হিসাবে হাল খাজনার দাখিলাসহ জমির দলিলপত্রাদি (এসএ/আরএস/বিএস/সিটি জরিপ পর্চা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মিউটেশনের কপি) ঋণ বিতরণের পূর্বে ব্যাংকের হেফাজতে সংরক্ষণ করতে হবে। ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষরিত ০৩ (তিন) টি চেকের পাতা নিতে হবে। গ) ঋণের পরিমাণ ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্দ্ধে হলে ঋণের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা/গ্যারান্টরের মালিকানাধীন স্থাবর সম্পত্তি রেজিস্ট্রি মর্টগেজমূলে ব্যাংকের অনুকূলে দায়বদ্ধ থাকবে। পাশাপাশি আদালতের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের নিমিত্তে রেজিস্টার্ড আমমোক্তারনামা নিতে হবে। ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষরিত ০৩ (তিন) টি চেকের পাতা নিতে হবে।	ক) জামানতবিহীন ঋণঃ জামানতবিহীন ঋণ সর্বোচ্চ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ২ (দুই) জন গ্যারান্টরের গ্যারান্টি নিতে হবে। ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে নিজ নামীয় ০৩ (তিন) টি স্বাক্ষরিত চেকের পাতা নিতে হবে। খ) জামানতসহ ঋণঃ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হতে ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে সহজামানত গ্রহণ করতে হবে এবং ঋণ গ্রহিতা/গ্যারান্টারের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা যাচাইয়ের প্রমাণপত্র হিসাবে হাল খাজনার দাখিলাসহ জমির মূল দলিলপত্রাদি (এসএ/আরএস/বিএস/সিটি জরিপ পর্চা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মিউটেশনের কপি) ঋণ বিতরণের পূর্বে ব্যাংকের হেফাজতে সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ১ (এক) জন গ্যারান্টরের গ্যারান্টি নিতে হবে। ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে নিজ নামীয় ০৩ (তিন) টি স্বাক্ষরিত চেকের পাতা নিতে হবে। গ) ঋণের পরিমাণ ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হলে ঋণের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা/গ্যারান্টরের মালিকানাধীন স্থাবর সম্পত্তি রেজিস্ট্রি মর্টগেজমূলে ব্যাংকের অনুকূলে দায়বদ্ধ থাকবে। পাশাপাশি আদালতের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের নিমিত্তে রেজিস্টার্ড আমমোক্তারনামা নিতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ১ (এক) জন গ্যারান্টরের গ্যারান্টি নিতে হবে। ঘ) একজন গ্যারান্টর সর্বোচ্চ দুইজন ঋণগ্রহীতার গ্যারান্টর হতে পারবেন সেক্ষেত্রে গ্যারান্টরের ঋণ পরিশোধে সক্ষমতা থাকতে হবে।
(০৫) ব্যাংক ঋণ পাওয়ার যোগ্যতাঃ	খ) আবেদনকারীকে শাখার অধিক্ষেত্র (Command area) এর স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। গ) বয়স ১৮ থেকে ৫৫ বৎসরের মধ্যে হতে হবে।	খ) প্রকল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এলাকায় অবস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের শাখায় ঋণের আবেদন করতে হবে। গ) বয়স ১৮ থেকে ৬০ বৎসরের মধ্যে হতে হবে।

(০৬) ঋণের আবেদন ফরম ও অন্যান্য ফিসঃ	ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। প্রতিটি আবেদন ফরমের মূল্য =২০০/- টাকা। ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ গ্রহণের সময় ১% (সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা) প্রসেসিং ফি প্রদান করতে হবে।	ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। প্রতিটি আবেদন ফরমের মূল্য=২০০/- টাকা। ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ গ্রহণের সময় ১% প্রসেসিং ফি (সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা) এবং ১% সার্ভিস চার্জ (সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা) প্রদান করতে হবে। সার্ভিস চার্জ ও গ্রেস পিরিয়ডের সুদ কিস্তির সাথে আদায় করতে হবে।
(০৭) ঋণের গ্যারান্টরের যোগ্যতাঃ	খ) প্রতিটি ঋণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম দুইজন গ্যারান্টর নিতে হবে। গ) গ্যারান্টরকে শাখার অধিক্ষেত্রের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। ঘ) একজন গ্যারান্টর সর্বোচ্চ দুইজন ঋণগ্রহীতার গ্যারান্টর হতে পারবেন।	বিলুপ্তির সুপারিশ গৃহীত হয়। তবে "ক" অনুচ্ছেদ ব্যতিত।
(০৮) সুদের হারঃ	সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক ও ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত সুদের হার অত্র ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। বর্তমানে সুদের হার হবে ০৯% সরল সুদ।	সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক ও ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত সুদের হার অত্র ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সুদের হার হবে পুরুষ ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ০৯% এবং মহিলা ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৭% (সরল সুদ)।
(০৯) ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতঃ	ক) প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ ও ইক্যুইটি (ব্যাংকঃ গ্রাহক) অনুপাত হবে ৬০ : ৪০। খ) ক্যাশ ক্রেডিট/ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল ঋণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মার্জিন ৫০% ।	ক) প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ ও ইক্যুইটি (ব্যাংকঃ গ্রাহক) অনুপাত হবে ৭০ : ৩০। খ) ক্যাশ ক্রেডিট/ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল ঋণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মার্জিন ৪০%।
(১০) চলতি হিসাব/সঞ্চয়ী হিসাবঃ	ন্যূনতম ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা জমা গ্রহণ করে চলতি হিসাব খুলতে হবে এবং এক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যাংকের হিসাবের ০৬ (ছয়) মাসের লেনদেন বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।	ঋণ বিতরণের পূর্বে অত্র ব্যাংকে ন্যূনতম ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা জমা করে চলতি হিসাব/৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা জমা করে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে এবং অন্য যে কোন তফসিলি ব্যাংকে চলতি হিসাব/সঞ্চয়ী হিসাব থাকতে হবে।
(১৪) জামানততব্য সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণঃ	জামানততব্য সম্পত্তির Force value (ফোর্স ভ্যেলু) এবং মৌজা মূল্য এই দুইয়ের মধ্যে যেটি কম তার ন্যূনতম ১.৫০ গুন সহজামানত হিসেবে নিতে হবে।	জামানততব্য সম্পত্তির বাজার দর (Market Value) এবং মৌজা মূল্য এই দুইয়ের মধ্যে যেটি কম তার ন্যূনতম ১.৫০ গুন সহজামানত হিসেবে নিতে হবে।
(১৭) ঋণ বিতরণ পদ্ধতিঃ	প্রকল্প ঋণের মঞ্জুরীকৃত অর্থ ন্যূনতম ০২টি কিস্তির মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে। ১ম কিস্তির অর্থ সদ্ব্যবহার করা হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হয়ে ব্যবস্থাপক ২য় কিস্তি বিতরণ করবেন।	৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত মঞ্জুরীকৃত ঋণ ০১টি কিস্তির মাধ্যমে এবং ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে মঞ্জুরীকৃত ঋণ ন্যূনতম ০২টি এবং সর্বোচ্চ ৫টি কিস্তির মাধ্যমে উদ্যোক্তার নামে A/CPayee/Order চেকের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে। প্রতিটি কিস্তির অর্থ সদ্ব্যবহার করা হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হয়ে পরবর্তী কিস্তি বিতরণ করতে হবে।
(১৯) ঋণের মেয়াদঃ	বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণের প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, আকার ও সম্ভাব্য সুদ এবং ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা বিবেচনা করে ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বছর নির্ধারণ করা হবে।	ঋণের প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, আকার ও সম্ভাব্য সুদ এবং ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা বিবেচনা করে ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর নির্ধারণ করা হবে।
ঋণের মেয়াদকাল ও পরিশোধ সূচীঃ	বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণের মেয়াদকাল ও পরিশোধ সূচীঃ	ঋণের মেয়াদকালও পরিশোধ সূচীর নমুনাঃ
(২০) ঋণের চার্জ ডকুমেন্টঃ	ক) ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ১। ডিপি নোট-৫০ টাকার রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।	ক) ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রেঃ ১। ডিপি নোট-৫০ টাকার রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পযুক্ত। ২। প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সকল অস্থাবর সম্পত্তি/মালামাল

	২। প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সকল অস্থাবর সম্পত্তি/মালামাল ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশনে রাখার জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হাইপোথিকেশন ডিড-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত। ৩। Letter of continuity-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত (বাণিজ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে)। ৪। Letter of disbursement-ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই। ৫। Letter of arragement-ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই। ৬। ডিপি নোট ডেলিভারী লেটার-ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই। ৭। Memorandum of cheque-ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই। ৮। তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত। ঋণের চার্জ ডকুমেন্টঃ ৯। ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণ গ্রহণে সম্মত আছে এ মর্মে ঋণগ্রহীতার সম্মতিপত্র (Letter Of consent) নিতে হবে। খ) ৩.০০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ১। ডিপি নোট-৫০ টাকার রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পযুক্ত। ২। প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সকল অস্থাবর সম্পত্তি/মালামাল ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশনে রাখার জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হাইপোথিকেশন ডিড। ৩। Letter of continuity-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত (বাণিজ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে)। ৪। Letter of disbursement-ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই (বাণিজ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে)। ৫। Letter of arragement-ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই। ৬। ডিপি নোট ডেলিভারী লেটার-ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই। ৭। Memorandum of cheque-ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই। ৮। মেমোরেন্ডাম অফ টাইটেল ডিড-৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পযুক্ত। ৯। তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত। ১০। ২২ নং ক্রমিক অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি গ্রহণ করতে হবে এবং রেজিষ্টার্ড বন্ধকী দলিল ও	ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশনে রাখার জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হাইপোথিকেশন ডিড-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত। ৩। Letter of continuity-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত (বাণিজ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে)। ৪। Letter of disbursement-(ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই)। ৫। Letter of arragement-(ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই)। ৬। ডিপি নোট ডেলিভারী লেটার-(ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই)। ৭। Memorandum of cheque-(ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই)। ৮। তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত। ৯। ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণ গ্রহণে সম্মত আছে এ মর্মে ঋণগ্রহীতার সম্মতিপত্র (Letter Of consent) নিতে হবে। ১০। মেমোরেন্ডাম অফ টাইটেল ডিড-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত। খ) ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে ঋণের ক্ষেত্রেঃ উপোরোক্ত (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঋণের চার্জ ডকুমেন্টসহ নিম্নবর্ণিত দলিলপত্রাদি সম্পন্ন করতে হবে। ১। ঋণ গ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি গ্রহণ করতে হবে এবং রেজিষ্টার্ড বন্ধকী দলিল ও আমমোক্তারনামা দলিল নিতে হবে। ২।বন্ধকদাতা তৃতীয় পক্ষ হলে বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি এবং ১ম শ্রেণীর হাকিম আদালতে হলফনামা নিতে হবে। রেজিষ্টার্ড বন্ধকী দলিল এবং আমমোক্তারনামা দলিল নিতে হবে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়

প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০

“মুজিববর্ষের সেবা নিন
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সহজ ঋণ”

	আমমোক্তারনামা দলিল নিতে হবে। ১১। বন্ধকদাতা তৃতীয় পক্ষ হলে ২২ নং ক্রমিক অনুযায়ী বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি এবং ১ম শ্রেণীর হাকিম আদালতে হলফনামা নিতে হবে। রেজিষ্টার্ড বন্ধকী দলিল এবং আমমোক্তারনামা দলিল নিতে হবে। ১২। ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণ গ্রহণে সম্মত আছে এ মর্মে ঋণগ্রহীতার সম্মতিপত্র (Letter Of consent) নিতে হবে।	
(২১) (জামানতবিহীন ও জামানতসহ) এর আবেদনের প্রাক যোগ্যতামূলক কাগজপত্রঃ	ক) আবেদনকারীর আবেদনসহ পারিবারিক তথ্য সম্বলিত জীবন বৃত্তান্ত (নির্ধারিত ফরমেটে)। খ) আবেদনকারীর সদ্য তোলা ০৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি, বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানা সম্বলিত পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র। গ) গ্যারান্টরের সদ্য তোলা ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি, বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানা সম্বলিত পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র।	ক) ঋণ আবেদনপত্র (নির্ধারিত ফরমে)। খ) আবেদনকারীর সদ্য তোলা ০৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি/পাসপোর্ট/ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ, বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানা সম্বলিত পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র। গ) গ্যারান্টরের সদ্য তোলা ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি/পাসপোর্ট/ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ,বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানা সম্বলিত পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র।

খ. ঋণ মঞ্জুরী/ব্যবসায়িক ক্ষমতাঃ

১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সর্বোচ্চ ২০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা ঋণ মঞ্জুরী/ব্যবসায়িক ক্ষমতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে অধীনস্থ কর্মকর্তাদের উপর আংশিক বা সামগ্রিকভাবে অর্পন (Delegation) করতে পারবেন।

২. অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাময়িকভাবে রহিত/স্থগিত করতে পারবেন।

৩. ২০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকার উর্ধ্বে ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা পরিচালনা পর্ষদকে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এমতাবস্থায়, “বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ” নীতিমালার সংশোধিত অনুমোদন সকল শাখা ব্যবস্থাপকের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল।

০৬.০৬.২০২১
(মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান)
বিভাগীয় প্রধান

সকল শাখা ব্যবস্থাপক
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।

অনুলিপিঃ

০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
(ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০২। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
(উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৩। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
(মহাব্যবস্থাপক পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৩। বিভাগীয় প্রধান (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। বিভাগীয় প্রধান, আইটি বিভাগ (সিষ্টেম), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৫। অফিস কপি।

বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ

বাংলাদেশী কোন নাগরিক বৈধ ভাবে চাকুরীর উদ্দেশ্যে বিদেশে অবস্থান করলে ঐ ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল পরিবারের যে কোন সদস্য (পিতা, মাতা, স্বামী/স্ত্রী, সন্তান, ভাই, বোন) এবং বিদেশ হতে প্রত্যাগমন করলে সে ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি বা তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের যে কোন সদস্য (পিতা, মাতা, স্বামী/স্ত্রী, সন্তান, ভাই, বোন) কে ব্যাংক সহজ শর্তে জামানতবিহীন/জামানতসহ ঋণ প্রদান করবে যা বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে।

(০১) বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ এর খাতসমূহঃ

ক) কৃষি খাতঃ

১. মৎস্য সম্পদ
২. প্রাণী সম্পদ

খ) কুটির শিল্প/ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্প

গ) বাণিজ্যিক খাত

(০২) ঋণের ধরণঃ

ক) প্রকল্প ঋণ (Project loan);
খ) চলতি পুঁজি/নগদ ঋণ (Working capital)

(০৩) ঋণ সীমাঃ

প্রকল্প ঋণ ও চলতি পুঁজি/নগদ ঋণ এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঋণ সীমা ৫০.০০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা।

(০৪) ঋণের প্রকৃতিঃ

ক) জামানতবিহীন ঋণঃ জামানতবিহীন ঋণ সর্বোচ্চ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ২ (দুই) জন গ্যারান্টরের গ্যারান্টি নিতে হবে। ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে নিজ নামীয় ০৩ (তিন) টি স্বাক্ষরিত চেকের পাতা নিতে হবে।

খ) জামানতসহ ঋণঃ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হতে ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে সহজামানত গ্রহণ করতে হবে এবং ঋণ গ্রহিতা/গ্যারান্টারের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা যাচাইয়ের প্রমাণপত্র হিসাবে হাল খাজনার দাখিলাসহ জমির মূল দলিলপত্রাদি (এসএ/আরএস/বিএস/সিটি জরিপ পর্চা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মিউটেশনের কপি) ঋণ বিতরণের পূর্বে ব্যাংকের হেফাজতে সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ১ (এক) জন গ্যারান্টরের গ্যারান্টি নিতে হবে। ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে নিজ নামীয় ০৩ (তিন) টি স্বাক্ষরিত চেকের পাতা নিতে হবে।

গ) ঋণের পরিমাণ ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হলে ঋণের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা/গ্যারান্টরের মালিকানাধীন স্থাবর সম্পত্তি রেজিস্ট্রি মর্টগেজমূলে ব্যাংকের অনুকূলে দায়বদ্ধ থাকবে। পাশাপাশি আদালতের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের নিমিত্তে রেজিস্টার্ড আমমোক্তারনামা নিতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ১ (এক) জন গ্যারান্টরের গ্যারান্টি নিতে হবে।

ঘ) একজন গ্যারান্টর সর্বোচ্চ দুইজন ঋণগ্রহীতার গ্যারান্টর হতে পারবেন সেক্ষেত্রে গ্যারান্টরের ঋণ পরিশোধে সক্ষমতা থাকতে হবে।

(০৫) ব্যাংক ঋণ পাওয়ার যোগ্যতাঃ

ক) বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
খ) প্রকল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এলাকায় অবস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের শাখায় ঋণের আবেদন করতে হবে।
গ) বয়স ১৮ থেকে ৬০ বৎসরের মধ্যে হতে হবে।
ঘ) অভিবাসী পরিবারের যে সদস্য বিদেশে আছেন/ দেশে প্রত্যাগমন করেছেন তার প্রমাণপত্র সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র (পাসপোর্ট বহির্গমণ সীলযুক্ত পাতাসহ, ভিসার কপি/স্মার্টকার্ড/ অন্যান্য কাগজপত্র) ফটোকপি।
ঙ) অভিবাসী/দেশে প্রত্যাগত ব্যক্তির অনুরোধপত্র নিতে হবে।
চ) প্রকল্প/প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিষয়ে যোগ্যতা/অভিজ্ঞতা/প্রশিক্ষণ থাকতে হবে (স্বপক্ষে প্রমাণপত্র থাকলে নিতে হবে। প্রমাণপত্র না থাকলে শাখা ব্যবস্থাপক যাচাই করে ঋণ দিতে পারবে।
ছ) অন্য কোন ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ এনজিও অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ খেলাপি ব্যক্তি ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না (শাখার অধিক্ষেত্রের ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গোপনীয় মতামত নিতে হবে)।
জ) উন্মাদ, দেউলিয়া, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি, রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার আসামী ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।
ঝ) অভিবাসী ব্যক্তি অত্র প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ খেলাপি হলে তার পরিবারের কোন সদস্য বা নিকটতম আত্মীয় বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

(০৬) **ঋণের আবেদন ফরম ও অন্যান্য ফিসঃ**

ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। প্রতিটি আবেদন ফরমের মূল্য=২০০/- টাকা। ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ গ্রহণের সময় ১% প্রসেসিং ফি (সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা) এবং ১% সার্ভিস চার্জ (সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা) প্রদান করতে হবে। সার্ভিস চার্জ ও গ্রেস পিরিয়ডের সুদ কিস্তির সাথে আদায় করতে হবে।

(০৭) **ঋণের গ্যারান্টরের যোগ্যতাঃ**

ক) ঋণ পরিশোধে সক্ষম ঋণ আবেদনকারীর পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রী/ভাই/বোন/নিকটতম আত্নীয় এবং ঋণ পরিশোধে সক্ষম এমন ব্যক্তি যিনি আর্থিকভাবে সচ্ছল ও সমাজে গণ্যমান্য তিনিও গ্যারান্টর হতে পারবেন।

(০৮) **সুদের হারঃ**

সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক ও ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত সুদের হার অত্র ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সুদের হার হবে পুরুষ ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ০৯% এবং মহিলা ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৭% (সরল সুদ)।

(০৯) **ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতঃ**

ক) প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ ও ইক্যুইটি (ব্যাংকঃ গ্রাহক) অনুপাত হবে ৭০ : ৩০।

খ) ক্যাশ ক্রেডিট/ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল ঋণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মার্জিন ৪০%।

(১০) **চলতি হিসাব/সঞ্চয়ী হিসাবঃ**

ঋণ বিতরণের পূর্বে অত্র ব্যাংকে ন্যূনতম ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা জমা করে চলতি হিসাব/ ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা জমা করে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে এবং অন্য যে কোন তফসিলি ব্যাংকে চলতি হিসাব/সঞ্চয়ী হিসাব থাকতে হবে।

(১১) **ঋণ মঞ্জুরী/ব্যবসায়িক ক্ষমতাঃ**

ক. ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সর্বোচ্চ ২০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা ঋণ মঞ্জুরী/ব্যবসায়িক ক্ষমতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে অধীনস্থ কর্মকর্তাদের উপর আংশিক বা সামগ্রিকভাবে অর্পন (Delegation) করতে পারবেন।

খ. অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাময়িকভাবে রহিত/স্থগিত করতে পারবেন।

গ. ২০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকার উর্ধ্বে ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা পরিচালনা পর্ষদকে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১২) **হিসাব পদ্ধতিঃ**

আলোচ্য ঋণের সুদ চার্জ ইত্যাদির হিসাব পদ্ধতি নিম্নরূপ-

(ক) ০৯% সরল সুদ হারে EMI (Equal Monthly Installment) পদ্ধতিতে সুদ আরোপ করতে হবে।

(খ) খেলাপী ঋণ গ্রহীতার হিসাবে মেয়াদোত্তীর্ণের পরবর্তী সময় নির্ধারিত সুদের হারের সাথে অতিরিক্ত ২% হারে সুদ চার্জ হবে।

(১৩) **সহজামানততব্য সম্পত্তির বিষয়ে আইনগত মতামতঃ**

সহজামানততব্য ঋণের ক্ষেত্রে আইনগত মতামত গ্রহণ করতে হবে (আইনগত মতামতের ফি গ্রাহক বহন করবেন)। এ ক্ষেত্রে ঋণ আবেদনের সময় জামানততব্য সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত যাবতীয় দলিল পত্রাদি শাখায় জমা দিতে হবে।

(১৪) **জামানততব্য সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণঃ**

জামানততব্য সম্পত্তির বাজার দর (Market Value) এবং মৌজা মূল্য এই দুইয়ের মধ্যে যেটি কম তার ন্যূনতম ১.৫০ গুন সহজামানত হিসেবে নিতে হবে।

(১৫) **পল্লী এলাকার বসতবাড়ী বন্ধকী হিসাবে গ্রহণঃ**

ভুমি সংস্কার বিষয়ক ১৯৮৪ সনের ১০নং অধ্যাদেশের আওতায় পল্লী এলাকার বসতবাড়ীর মালিককে আইনের কোন বিধান দ্বারা উচ্ছেদ করা যাবে না। তদ্‌প্রেক্ষিতে, পল্লী এলাকার বসতবাড়ী বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। বসতবাড়ী ৩৩ শতাংশ বাদ দিয়ে অতিরিক্ত হলে বন্ধক হিসেবে অতিরিক্ত অংশ নেয়া যাবে, তবে তা সুচিহ্নিত হতে হবে ও যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং বন্ধককালে তফসিলে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

(১৬) রেজিষ্ট্রি বন্ধক গ্রহণঃ

ক) ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্দ্ধে ঋণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে জামানতকৃত সম্পত্তি রেজিষ্ট্রি বন্ধক করতে হবে (রেজিষ্ট্রি বন্ধক ফি গ্রাহক বহন করবেন)।

খ) বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত যাবতীয় দলিল পত্রাদির মেমোরেন্ডাম অফ টাইটেল ডিড নিতে হবে।

(১৭) ঋণ বিতরণ পদ্ধতিঃ

৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত মঞ্জুরীকৃত ঋণ ০১টি কিস্তির মাধ্যমে এবং ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে মঞ্জুরীকৃত ঋণ ন্যূনতম ০২টি এবং সর্বোচ্চ ৫টি কিস্তির মাধ্যমে উদ্যোক্তার নামে A/CPayee/Order চেকের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে। প্রতিটি কিস্তির অর্থ সদ্ব্যবহার করা হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হয়ে পরবর্তী কিস্তি বিতরণ করতে হবে।

(১৮) ঋণের উদ্দেশ্য/ খাতঃ

দেশের বিদ্যমান আইন/ সময় সময় সরকার কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশনা মোতাবেক নিষিদ্ধ নয় এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক উৎপাদনশীল/বাণিজ্যিক/সেবামুলক যে কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ঋণের খাত হিসাবে বিবেচিত হবে। নিম্নে খাতসমূহ উল্লেখ করা হলো-

ক) কৃষি খাতঃ

১) মৎস্য সম্পদঃ

- ❖ মৎস্য চাষ : কার্প জাতীয়-রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি।
- ❖ মৎস্য চাষ : ক্যাট ফিস-পাংগাস, বোয়াল, পাবদা, টেংরা, মাগুর, শিং ইত্যাদি।
- ❖ মৎস্য চাষ : তেলাপিয়া, ভেটকি, চিতল, কৈ, থাই কৈ, শোল, গজার, পুঁটি ইত্যাদি।
- ❖ মৎস্য চাষ : চিংড়ি
- ❖ মৎস্য চাষ: (মিশ্র)
- ❖ মাছ চাষ : অন্যান্য

২) প্রাণী সম্পদঃ

১। পোল্ট্রি ফার্মঃ

- ❖ মুরগী (লেয়ার, ব্রয়লার, কক) খামার
- ❖ হাঁস/রাজহাঁস খামার
- ❖ পোল্ট্রি ফার্ম (অন্যান্য)

২। গবাদিপশু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প

- ❖ গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প
- ❖ মহিষ মোটাতাজাকরণ প্রকল্প
- ❖ গবাদিপশু (অন্যান্য) মোটাতাজাকরণ প্রকল্প

৩। দুগ্ধ খামারঃ

- ❖ গরুর দুগ্ধ খামার
- ❖ ছাগলের দুগ্ধ খামার
- ❖ ভেড়া/মহিষের দুগ্ধ খামার
- ❖ দুগ্ধ খামার (অন্যান্য)

খ) কুটির শিল্প/ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্পঃ

- ❖ মৃৎ শিল্প
- ❖ ব্লক-বাটিক প্রিন্টিং
- ❖ গ্রামীণ স্যানিটারী সামগ্রী তৈরী
- ❖ তাঁত/বুনন শিল্প
- ❖ নকশী কাঁথা তৈরী
- ❖ কাঠের/স্টীলের আসবাবপত্র তৈরী
- ❖ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প (অন্যান্য)

গ) বাণিজ্যিক খাতঃ

- ❖ মুদি/মনোহরী
- ❖ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর
- ❖ কাপড়ের ব্যবসা/তৈরী পোষাক ব্যবসা
- ❖ প্রাণী খাদ্য/মৎস্য খাদ্য বিক্রয়
- ❖ ধান/চাল/অন্যান্য কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়
- ❖ সার/বীজ/কীটনাশক ব্যবসা
- ❖ পার্টসের দোকান
- ❖ ইলেকট্রিক সামগ্রী
- ❖ ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী
- ❖ ঔষধ ব্যবসা
- ❖ জুতার ব্যবসা
- ❖ ক্রোকারিজ সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়
- ❖ হার্ডওয়্যার ব্যবসা
- ❖ আসবাবপত্র বিক্রয়
- ❖ কম্পিউটার দোকান
- ❖ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং/গাড়ী মেরামত ওয়ার্কসপ
- ❖ বাণিজ্যিক খাত (অন্যান্য)

(১৯) ঋণের মেয়াদঃ

ঋণের প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, আকার ও সম্ভাব্য সুদ এবং ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা বিবেচনা করে ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর নির্ধারণ করা হবে।

ঋণের মেয়াদকাল ও পরিশোধ সূচীর নমুনাঃ

ক্রম	ঋণের খাত/প্রকল্প	ঋণের মেয়াদ (সর্বোচ্চ)	গ্রেস/ মরাটেরিয়াম পিরিয়ড	ঋণ পরিশোধ-সূচী (সর্বোচ্চ)	বিতরণের সময়কাল
০১	মৎস্য চাষ (কার্প জাতীয় মাছ)	০২ বছর	২৭০ দিন (০৯ মাস)	১৫ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
০২	মৎস্য চাষ (ক্যাট ফিস)	০২ বছর	২৭০ দিন (০৯ মাস)	১৫ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
০৩	মৎস্য চাষ (তেলাপিয়া, ভেটকি, চিতল, থাই কৈ ইত্যাদি)	০২ বছর	০৩ মাস	প্রতি ৩ মাস অন্তর ৮ টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী
০৪	মৎস্য চাষ (চিংড়ি)	০২ বছর	২৭০ দিন (০৯ মাস)	১৫ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
০৫	মৎস্য চাষ (মিশ্র)	০২ বছর	০৬ মাস	১৮ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
০৬	ব্রয়লার মুরগীর খামার	০২ বছর	১০ দিন	৪৫ দিন পর পর ১৬ টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী
	কক মুরগীর খামার	০২ বছর	০২ মাস	০২ মাস অন্তর ১২ টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী
০৭	লেয়ার মুরগীর খামার	০২ বছর	১৮০ দিন (০৬ মাস)	১৮ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
০৮	পোল্ট্রি ফার্ম (হাঁস)	০১ বছর	০৬ মাস	০৬ মাস অন্তর ২ টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী
০৯	গবাদি পশু মোটাতাজাকরণ (গরু, মহিষ ইত্যাদি)	০১ বছর	১১ মাস	১১ মাস পর এককালীন	বছরব্যাপী
১০	দুগ্ধ খামার	০১ বছর	০১ মাস	১১ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
১১	মৃৎ শিল্প	০১ বছর	০১ মাস	১১ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
১২	ব্লক-বাটিক প্রিন্টিং	০১ বছর	০১ মাস	১১ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
১৩	গ্রামীন স্যানিটারী সামগ্রী তৈরী	০১ বছর	০১ মাস	১১ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
১৪	তাঁত/বুনন শিল্প	০১ বছর	০১ মাস	১১ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী

ক্রম	ঋণের খাত/প্রকল্প	ঋণের মেয়াদ (সর্বোচ্চ)	গ্রেস/ মরাটেরিয়াম পিরিয়ড	ঋণ পরিশোধ-সূচী (সর্বোচ্চ)	বিতরণের সময়কাল
১৫	নকশী কাঁথা তৈরী	০১ বছর	০১ মাস	১১ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
১৬	কাঠের/স্টীলের আসবাবপত্র তৈরী	০২ বছর	০১ মাস	২৩ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
১৭	মুদি/মনোহরী	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
১৮	ডিপার্টমেন্টাল স্টোর	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
১৯	কাপড়ের ব্যবসা/তৈরী পোষাক ব্যবসা	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
২০	প্রাণী খাদ্য/মৎস্য খাদ্য বিক্রয়	০২ বছর	০১ মাস	২৩ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
২১	ধান/চাল/অন্যান্য কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়	০২ বছর	০১ মাস	২৩ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
২২	সার/বীজ/কীটনাশক ব্যবসা	০২ বছর	০১ মাস	২৩ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
২৩	পার্টসের দোকান	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
২৪	ইলেকট্রিক সামগ্রী	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
২৫	ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
২৬	ঔষধ ব্যবসা	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
২৭	জুতার ব্যবসা	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
২৮	ক্রোকারিজ সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
২৯	হার্ডওয়্যার ব্যবসা	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
৩০	আসবাবপত্র বিক্রয়	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
৩১	কম্পিউটার দোকান	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
৩২	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং/গাড়ী মেরামত ওয়ার্কসপ	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত খাতের বাইরে কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের ধরণ অনুযায়ী ঋণের মেয়াদ, গ্রেস পিরিয়ড, পরিশোধ সূচী যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

(২০) ঋণের চার্জ ডকুমেন্টঃ

ক) ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রেঃ

১। ডিপি নোট-৫০ টাকার রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।

২। প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সকল অস্থাবর সম্পত্তি/মালামাল ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশনে রাখার জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হাইপোথিকেশন ডিড-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।

৩। Letter of continuity-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত (বাণিজ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে)।

৪। Letter of disbursement-(ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই)।

৫। Letter of arragement-(ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই)।

৬। ডিপি নোট ডেলিভারী লেটার-(ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই)।

৭। Memorandum of cheque-(ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই)।

৮। তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।

৯। ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণ গ্রহণে সম্মত আছে এ মর্মে ঋণগ্রহীতার সম্মতিপত্র (Letter Of consent) নিতে হবে।

১০। মেমোরেন্ডাম অফ টাইটেল ডিড-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।

খ) ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে ঋণের ক্ষেত্রেঃ

উপোরোক্ত (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঋণের চার্জ ডকুমেন্টসহ নিম্নবর্ণিত দলিলপত্রাদি সম্পন্ন করতে হবে।

১। ঋণ গ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি গ্রহণ করতে হবে এবং রেজিষ্টার্ড বন্ধকী দলিল ও আমমোক্তারনামা দলিল নিতে হবে।

২। বন্ধকদাতা তৃতীয় পক্ষ হলে বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি এবং ১ম শ্রেণীর হাকিম আদালতে হলফনামা নিতে হবে। রেজিষ্টার্ড বন্ধকী দলিল এবং আমমোক্তারনামা দলিল নিতে হবে।

(২১) 'বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ' (জামানতবিহীন ও জামানতসহ) এর আবেদনের প্রাক যোগ্যতামূলক কাগজপত্রঃ

ক) ঋণ আবেদনপত্র (নির্ধারিত ফরমে)।
খ) আবেদনকারীর সদ্য তোলা ০৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি/পাসপোর্ট/ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ, বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানা সম্বলিত পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র।
গ) গ্যারান্টরের সদ্য তোলা ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি/পাসপোর্ট/ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ,বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানা সম্বলিত পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র।
ঘ) হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
ঙ) প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণসহ প্রকল্পের ঠিকানা (আয়-ব্যয় বিবরণীসহ)। নতুন প্রকল্প হলে সম্ভাব্য আয়-ব্যয় বিবরণী পরবর্তী ০১ (এক বছরের)।
চ) প্রকল্পের স্থানঃ
১) দোকান/গোডাউন ভাড়ার ক্ষেত্রে চুক্তি পত্র এবং Letter of Disclaimer নিতে হবে।
২) নিজস্ব হইলে মালিকানার প্রমাণপত্র।
৩) ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্দ্ধে ঋণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রধান/ প্রতিনিধি এবং শাখা ব্যবস্থাপকের সমন্বয়ে Financial feasibility study করে ঋণ প্রদানের যৌক্তিকতা যাচাই করে প্রত্যয়ন দিতে হবে।
ছ) প্রশিক্ষণ/অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
জ) ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ-
১) ব্যক্তিগত ঋণের বিবরণ (অন্য কোন ঋণ থাকলে তার বিবরণী)।
২) কোন সংস্থা, এনজিও, ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে থাকলে তার বিবরণ।
৩) ঋণ খেলাপী কিনা (হ্যাঁ/না)।
ঝ) বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি ব্যুরোর সাথে Agreement না হওয়া পর্যন্ত ঋণ গ্রহীতাদের সিআইবি রিপোর্ট ব্যতীত অত্র নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা যাবে।

(২২) 'বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ' এর প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণে জামানতসহ ঋণের একটি চেকলিস্টঃ

ক্রমিক নং ২১ এ উল্লেখিত কাগজপত্রাদিসহ নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদি রাখতে হবে-
১) সহজামানত সম্পত্তির মূল দলিল।
২) বায়া দলিলের সার্টিফাইড কপি/রেকর্ডের কপি।
৩) সিএস, এসএ, আরএস এবং বিএস পর্চার মূলকপি।
৪) নামজারী পর্চা।
৫) নামজারীর প্রসেডিংস এন্ড অর্ডার সীটের সার্টিফাইড কপি।
৬) ডি সি আর।
৭) হাল সন পর্যন্ত খাজনা রশিদ।
৮) দায়মুক্ত সনদ।
৯) হোল্ডিং ট্যাক্স রশিদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
১০ তৃতীয় পক্ষীয় সম্পত্তির মালিকের ঘোষণাপত্র ও অংগীকারপত্র এবং ছবি (ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক সত্যায়িত)।
১১) শাখা ব্যবস্থাপক ও প্রকৌশলী (সহকারী প্রকৌশলীর সমমর্যাদার নীচে নহে) কর্তৃক সহজামানত সম্পত্তির মূল্যায়ন পত্র।
১২) মূল দলিল শাখায় সংগৃহীত/জামানতকৃত রয়েছে মর্মে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক নিশ্চয়তাপত্র প্রদান এবং সেইফ ইন সেইফ আউট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
১৩) এজমালি সম্পত্তি হলে রেজিষ্ট্রার্ড বন্টন নামা।
১৪) শাখা প্রধান/আঞ্চলিক প্রধানের আওতাধীন চুক্তি ভিত্তিক আইনজীবির আইনী মতামত।
১৫) সহজামানতি সম্পত্তি সরকারের হুকুম দখলমুক্ত প্রত্যয়নপত্র।
১৬) সহজামানতি সম্পত্তি মালিকের দখলে আছে মর্মে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র।
১৭) সার্ভেয়ার কর্তৃক সহজামানত সম্পত্তির লোকেশন ম্যাপ এবং সম্পত্তিসহ অবকাঠামোর ফটো সংযুক্ত করতে হবে।
১৮) মৌজা ম্যাপ।
১৯) বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি ব্যুরোর সাথে Agreement না হওয়া পর্যন্ত ঋণ গ্রহীতাদের সিআইবি রিপোর্ট ব্যতীত অত্র নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা যাবে।
২০) Letter of consent নিতে হবে।
২১) মালামালের স্টক রিপোর্ট নিতে হবে (বাণিজ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে)।

------ o ------